بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ৫ই জুন, ২০২৬ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিনয় ও নম্রতার কিছু দৃষ্টান্ত এবং জামা'তের সদস্যদের প্রতি তাঁর (আ.) কতিপয় উপদেশ তুলে ধরেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিনয় ও নম্রতার ঘটনা বা উপদেশাবলি বর্ণনা করা হয়েছিল। আজও এ প্রসঙ্গে কিছু ঘটনা উপস্থাপন করব।

হযরত শেখ মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উত্তম চরিত্রের মাধুর্য এমন ছিল যে, কাদিয়ানের যেসব মানুষ সারাক্ষণ তাঁর বিরুদ্ধে শত্রুতায় লিপ্ত থাকত এবং বিরোধিতার কোনো সুযোগই হাতছাড়া করত না; কিন্তু যখনই তারা তাঁর দরজায় কড়া নাড়ত তিনি খালি পায়ে চলে আসতেন এবং সালামের উত্তর দিয়ে তার ও তার পরিবারের খোঁজখবর নিতেন এবং বলতেন, কী প্রয়োজনে এসেছেন? তারপর সে যে প্রয়োজনের কথাই বলতো তিনি যথাসাধ্য তা পূরণের চেষ্টা করতেন।

হযরত মৌলভী শের আলী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, মীরান বখশ নামক একজন মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি ছিল। সে একবার হুযূর (আ.)-কে বড়ো মসজিদ থেকে আসার পথে অত্যন্ত অভদ্রভাবে ডাকে এবং তাকে সালাম প্রদান করতে বলে। হুযূর (আ.) নির্দ্বিধায় তাকে সালাম দেন। এরপর সে বলে ট্যাক্স প্রদান কর, আর তিনি (আ.)ও রুমাল থেকে চার বা আট আনা বের করে তাকে দিয়ে দেন। এরপর সে খুশি হয়ে চলে যায়। অর্থাৎ, যে ধরনের লোকই হোক না কেন তাঁকে (আ.) ডাকলে তিনি উত্তর দিতেন এবং তার সাথে হাসিমুখে কথা বলতেন।

মাস্টার নযীর হোসাইন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, যখনই আমি আমার পিতার সাথে কাদিয়ানে হুযূর (আ.)-এর কাছে আসতাম এবং হুযূরকে সংবাদ দেওয়া হতো যে, হাকীম মরহুমে ঈসা সাহেব এসেছেন, তখন আমি সর্বদা এটিই দেখেছি যে, সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি চলে আসতেন এবং কিছু না কিছু খেতে দিতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এত সাদাসিধেভাবে অতিথিদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন যে, আমি কখনো কখনো তাঁকে এমন অবস্থায়ও দেখেছি যে, হুযূর (আ.)-এর হাতে কলম থাকত এবং কখনো কখনো আমাদের সাথে খালি পায়ে দেখা করতে চলে আসতেন, অর্থাৎ ঘরের ভেতরে যে অবস্থায় থাকতেন সেভাবেই চলে আসতেন।

হযরত মুফতী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) বলেন, আমার মনে আছে, একবার আমি লাহোর থেকে কাদিয়ানে এসেছিলাম। হযরত সাহেব (আ.) আমাকে মসজিদ মোবারকে বসান এবং বলেন, বসুন! আমি খাবার নিয়ে আসছি। আমি ভেবেছিলাম, তিনি হয়তো কোনো সেবককে দিয়ে খাবার পাঠাবেন। কিন্তু কয়েক মিনিট পর দেখি, তিনি নিজেই একটি বড়ো প্লেটে করে খাবার নিয়ে আসছেন আর বলেন, আপনি খান; আমি পানি নিয়ে আসছি। মুফতি সাহেব বলেন, এ দৃশ্য দেখে অবলীলায় আমার চোখ থেকে অশ্রু ঝরে পড়ে আর চিন্তা করি, একজন মনিব হয়ে তিনি যেভাবে আমাদের সেবা করছেন তাহলে আমাদের পরস্পরের কেমন সেবা করা উচিত।

হযরত মুন্সী জাফর আহমদ সাহেব কপুরথলী (রা.) বর্ণনা করেন, হুযূর (আ.) কখনো দরজা খোলা রেখে বসতেন না অর্থাৎ, দরজা বন্ধ করে বসতেন। তিনি বলেন, আমি হুযূর (আ.)-এর কাছে বসে ছিলাম, এমন সময় হযরত সাহেবযাদা মিয়াঁ মাহমুদ আহমদ সাহেব বার বার এসে বলছিলেন, আব্বা দরজার খিল খুলুন আর তিনিও বিরক্ত না হয়ে বার বার উঠে দরজা খুলে দিচ্ছিলেন।

একবার আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হই, হুযূর (আ.) তখন চাটাইয়ের ওপর বসে ছিলেন। আমাকে দেখে তিনি নিজেই খাটটি তুলে ভেতরে নিয়ে যান। আমি বললাম, হুযূর! আমি উঠিয়ে নিচ্ছি। তিনি

বলেন, এটি বেশ ভারী, আপনি উঠাতে পারবেন না। ভেতরে খাটটি পেতে বলেন, আপনি এর ওপরে বসুন। আমার নিচেই আরাম বোধ হয়, আমি নিচেই বসব। প্রথমে আমি অস্বীকার করেছিলাম। কিন্তু তিনি (আ.) বলেন, আপনি নির্দ্বিধায় চারপাইয়ের ওপরে বসে পড়ুন। এরপর আমি সেখানে বসি। কিছুক্ষণ পর আমার তৃষ্ণা পেলে তিনি আমাকে দেখে বুঝতে পারেন। তিনি বলেন, আমি ভেতর থেকে গ্লাস নিয়ে আসছি। তারপর ভেতর থেকে শরবতের দুটি বোতল নিয়ে আসেন যা কেউ মণিপুর থেকে উপহারস্বরূপ তাঁকে পাঠিয়েছিল। হুযূর (আ.) বলেন, এই বোতলগুলো অনেক দিন হয়ে গেছে ব্যবহার করা হয়নি, কারণ আমি নিয়্যত করেছিলাম, এ শরবত প্রথমে কোনো বন্ধুকে পান করাব, তারপর নিজেরা পান করব। যাহোক, তিনি (আ.) আমাকে এক গ্লাস শরবত বানিয়ে দেন। আমি বললাম, প্রথমে আপনি এখান থেকে একটু পান করুন, তারপর আমি এ থেকে পান করব। এরপর তিনি এক ঢোক পান করেন, এরপর আমি পান করি। এরপর তিনি (আ.) বলেন, এক বোতল আপনি নিয়ে যান আর আরেকটি বোতল বাইরের অতিথিদের পান করিয়ে দিন। আমি হুযূরের নির্দেশ সেভাবেই পালন করি।

হযরত মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, একবার আমি ওযূর জন্য পানি খুঁজছিলাম। এই উদ্দেশ্যে আমি একটি বদনা নিয়ে সেই দরজার দিকে যাই যা হুযূর (আ.)-এর বাড়ির ভেতরের দিকে গিয়েছে, যাতে কোনো খাদেমকে দিয়ে পানি আনিয়ে নিতে পারি। কিন্তু হঠাৎ ভেতর থেকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বাইরে আসেন এবং আমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলেন, আপনার কি পানি প্রয়োজন? আমি নিবেদন করি, হ্যাঁ। হুযূর (আ.) আমার হাত থেকে বদনাটি নিয়ে বলেন, আমি এনে দিচ্ছি আর নিজেই ভেতর থেকে আমার জন্য বদনা ভরে পানি নিয়ে আসেন।

একবার লাহোর থেকে কিছু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ হযরত আকদাস (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য আসেন, যাদের মধ্যে ডক্টর আল্লামা ইকবাল এবং স্যার শাহাব উদ্দীন প্রমুখও ছিলেন। এই সাক্ষাৎ সম্পর্কে **বাবু গোলাম মোহাম্মদ সাহেব (রা.)** বর্ণনা করেন, রাতে খাবার খাওয়ার পর যখন বিছানা বণ্টন করা হয়, তখন আমি একটি মজবুত ও বড়ো খাট নিয়ে নেই, কিন্তু চৌধুরী শাহাব উদ্দীন সাহেব আমার বিছানাপত্র সরিয়ে দিয়ে সেই খাটটি দখল করেন। এরপর হযরত সাহেব (আ.) এসে আমাদের প্রত্যেকের কাছে জিজ্ঞেস করেন, আপনাদের কোনো কষ্ট হচ্ছে না তো? প্রত্যেকেই বলে, হুযূর! আমার কোনো কষ্ট নেই। এভাবে যখন আমার কাছে পৌঁছেন, তখন আমি চিন্তিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম যে, আমি কোথায় ঘুমাব। কেননা আমার খাটের ওপর শাহাব উদ্দীন সাহেব দখল করে বসেছিলেন। আমার কথা শুনে হুযূর (আ.) বলেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনার জন্য ভেতর থেকে খাট নিয়ে আসছি। এরপর বেশ কিছুক্ষণ পার হওয়ার পরও যখন কেউ আসছিল না, তাই আমি ভেতরের দরজায় উঁকি দিয়ে দেখি, একজন লোক তাড়াহুড়ো করে খাট বুনছে এবং হযরত সাহেব (আ.) তার মাথার কাছে প্রদীপ ধরে বসে আছেন। হুযূরের এই অবস্থা দেখে আমার খুব লজ্জা হয়। আমি নিবেদন করি, হুযূর! প্রদীপটি আমাকে দিন। তিনি (আ.) বলেন, এখন তো আর মাত্র একটি লাইন বোনা বাকী আছে। হুযূরের এই চরিত্র মাধুর্যের এত গভীর প্রভাব আমার ওপর পড়েছিল যে, অবলিলায় আমার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে।

হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব শিয়ালকোটি (রা.) বর্ণনা করেন, সম্ভবত ১৮৯৬ সালের কথা। তখন জুন মাস ছিল এবং ভেতরের বাড়িটি নতুন নতুন তৈরি হয়েছিল, দুপুরের সময় সেখানে খাট পাতা ছিল। আমি শুয়ে পড়ি। হযরত সাহেব (আ.) পায়াচারী করছিলেন। যখন আমি জাগ্রত হই তখন দেখি, হুযূর (আ.) খাটের নিচে শুয়ে আছেন। আমি ঘাবড়ে গিয়ে উঠে বসি। তিনি (আ.) বলেন, আপনি উঠলেন কেন? আমি বললাম, আপনি নিচে শুয়ে আছেন, আমি ওপরে কীভাবে ঘুমিয়ে থাকব? তিনি (আ.) মুচকি হেসে বলেন, আমি তো আপনাকে পাহারা দিচ্ছি; কারণ বাচ্চারা হৈ-চৈ করছিল, তাদের থামাচ্ছিলাম যেন আপনার ঘুমে ব্যাঘাত না ঘটে।

হযরত মুন্সী ইমাম উদ্দীন সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৮৯৪ সালে আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পবিত্র হাতে বয়আত গ্রহণ করি। আমি ভেতরে বাইতুল ফিকরে তাঁর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করতে যাই, তখন হুযূর (আ.) আমাকে খাটের শিয়রের দিকে বসান এবং নিজে পায়ের দিকে বসেন। এরপর বলেন, **আমার অবস্থা তো এমন যে, যদি কারো কষ্ট হতে থাকে আর আমি নামাযে মগ্ন থাকি এবং আমার কানে তার আওয়াজ পৌঁছে, তাহলে আমি নামায ভেঙেও যদি তার কোনো উপকার করতে পারি তাহলে সেই চেষ্টাই করি এবং যতটুকু সম্ভব তার সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন করি। কোনো ভাইয়ের বিপদ ও কষ্টে তার পাশে না দাঁড়ানো, নৈতিকতা পরিপন্থী। তোমরা যদি তার জন্য কিছুই করতে না পারো, তাহলে অন্তত দোয়াই করো। আপনাদের কথা তো দূরে থাক, আমি তো বলি যে, ভিনদেশী এবং হিন্দুদের সাথেও এমন চারিত্রিক আদর্শ প্রদর্শন করো এবং তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করো।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **আমার এমন নীতি নয় যে, আমি এমন কর্কশ ও ভয়ানক রূপ প্রকাশ করব যাতে মানুষ আমাকে দেখে এমন ভয় পায় যেমন হিংস্র পশুকে ভয় পায় আর আমি মূর্তি হওয়াকে কঠোরভাবে ঘৃণা করি। আমি তো পৌত্তলিকতা খণ্ডন করতে এসেছি, এটা করার জন্য আসিনি যে, আমি নিজেই মূর্তি হয়ে যাব আর মানুষ আমার পূজা করবে। আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন, আমি নিজেকে অপরের ওপর বিন্দুমাত্রও প্রাধান্য দিই না। আমার কাছে অহংকারীর চেয়ে বড়ো কোনো প্রতিমাপূজারী ও অপবিত্র আর কেউ নেই। অহংকারী কোনো খোদার উপাসনা করে না, বরং সে নিজেরই উপাসনা করে।**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আরও বলেন, **খোদাভীরুদের (মুত্তাকীদের) শর্ত হলো, তারা তাদের জীবন দারিদ্র্য ও দীনতার মাঝে অতিবাহিত করবে। এটি তাকওয়ারই একটি শাখা, যার মাধ্যমে আমাদের অন্যায় ক্রোধের মোকাবিলা করতে হবে। বড়ো বড়ো তত্ত্বজ্ঞানী এবং সিদ্দীকের জন্য চূড়ান্ত লক্ষ্য হলো ক্রোধ থেকে আত্মরক্ষা করা।** তিনি (আ.) বলেন, **আমি চাই না, আমার জামা'তের লোকেরা একে অপরকে ছোটো বা বড়ো জ্ঞান করবে কিংবা একে অপরের ওপর অহংকার করবে বা অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখবে। খোদা জানেন, কে বড়ো আর কে ছোটো! এটি এক প্রকার তাচ্ছিল্যতা। যার ভেতরে তাচ্ছিল্যের স্বভাব রয়েছে, এই তাচ্ছিল্যতা বীজের মতো বৃদ্ধি পাওয়ার আশংকা আছে এবং তার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কিছু মানুষ বড়োদের সাথে দেখা করে খুব শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করে। কিন্তু বড়ো তো সে-ই, যে কোনো মিসকিনের কথা মিসকিনের ন্যায় ও দীনতার সাথে শোনে, তার মন রক্ষা করে, তার কথার মূল্যায়ন করে। মুখে এমন কোনো ক্ষোভ বা তুচ্ছতাচ্ছিল্যের কথা উচ্চারণ করে না যার দ্বারা সে কষ্ট পেতে পারে।** পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রকৃত অর্থে নিজেদের মাঝে বিনয় ও নম্রতা সৃষ্টি করার তৌফিক দান করুন এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বয়আতভুক্ত হয়ে আমরা যেন প্রকৃত ইসলামের শিক্ষার ওপর আমলকারী হতে পারি, আমীন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)